সমকাল

তারিখ 28 NOV 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

বিদেশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপন্থী

- এপিইউবি

বাংলাদেশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি (এপিইউবি)-বলেছে সরকার বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তা মূল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ- যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি। এতে একই দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় দ্বৈত নীতির প্রবর্তন হবে। বাংলাদেশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি (এপিইউবি)-এর সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) আবুল কাশেম হায়দার ও সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর ড. আতিকউল্যা মিয়া বলেছেন, ১) মূল আইনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা যৌথ ক্যাম্পাস খোলার কোন বিধান না থাকলেও খসড়া বিধিমালায় বিদেশী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তা করতে দেয়ার বক্তব্য আছে। ২) বিধিমালাটি প্রণিত হলে ১৫০০০ বর্গফুট শিক্ষাঙ্গণ ও ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিদেশী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করতে পারবে যা মূল আইনের পরিপন্থী যেখানে, ২৫০০০ বর্গফুট শিক্ষাঙ্গণ ও ৩টি অনুষদ ছাড়া কার্যক্রম শুরুর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আছে। ৩) আয়ের নিমিত্তে সনদ প্রদানের জন্য গড়ে ওঠার কারণে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্গত কারণেই সরকার বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শাখা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং অনেক শাখা বন্ধও করে দিয়েছে কিন্তু আলোচ্য খসড়া বিধিমালায় তার বক্তব্য আছে এবং ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদনের ব্যবস্থা আছে। ৪) বিধিমালায় যৌথ ও বাণিজ্যিকভাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে; যৌথ বাণিজ্য থেকে অর্জিত অর্থের লভ্যাংশ ভাগাভাগি করার রূপরেখা আছে; এই লাভাংশ কিভাবে বিদেশে প্রেরিত (বৈদেশীক মুদ্রা পাচার) হবে তারও রূপরেখা আছে। ৫) বিধিমালায় বিদেশী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় শর্ত শীথিলের ব্যবস্থা আছে যা আইনের পরিপন্থি ও একটি দ্বৈত নীতি যা প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা থেকে অব্যহতি দেয়ার ব্যবস্থামাত্র। ৬) স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শাখা ক্যাম্পাস, প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রকে বৈষম্যহীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একক ও যৌথভাবে ডিগ্রি প্রদানের স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। ৭) রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এ কমার্স থেকে অনুমোদন গ্রহণের বক্তব্য আছে যা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস, প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রগুলোর বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনাকে বৈধতা প্রদানের ব্যবস্থা। ৮) বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা, প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রগুলোকে একক বা যৌথভাবে ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর দুইটি ধারা ছাড়া সকল ধারা থেকে অব্যাহতি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। ৯) বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা, প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রগুলো মূলত শিক্ষার্থী রিক্রুইটিং প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে এবং তার একচ্ছত্র বাণিজ্যিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করার ব্যবস্থা আছে। ১০) বিধিমালায় তথাকথিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড তথা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়বদ্ধতার কোন রূপরেখা এই বিধিমালায় নেই। ১১) বিধিমালাটি প্রণিত হলে বিদেশি অখ্যাত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে শিক্ষা বাণিজ্য করার সুযোগ পাবে। ১২) বিধিমালায় কোর্স, সিলেবাস ও শিক্ষা প্রদান বিষয়ে কোন দিকনির্দেশনা নাই। ১৩) বিধিমালাটির কোন আইনের আওতায় বা উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণয়ন করা হয়েছে তা অস্পষ্ট বিধায় প্রয়োগিক জটিলতা বিদ্যমান অন্যদিকে দেশে বিদ্যমান আইনগুলোর সাথে বিধিমালাটি সাংঘর্ষিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করে সমিতির কাছে প্রতিয়মান হয়েছে যে, আলোচিত বিধিমালায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বলে যে বিশ্ববিদ্যালয়কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তা আসলেই বিদেশি যে কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখাকে নির্দেশ করেছে এবং এই শাখা ক্যাম্পাসসহ সকল প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠান নয়। এগুলোকে একই মর্যাদা এবং সমমানের ডিগ্রি প্রদানের অধিকার দেয়া হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সার্বিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের পর এপিইউবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়' দেশে বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস এবং বিদেশি প্রোগ্রাম বা কেন্দ্রসমূহের বাংলাদেশে কোন প্রয়োজন নেই। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসের পরিবর্তে, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চাইলে অবাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত দেশে বিদ্যমান সার্বজনীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আওতায় পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারে। উপরিক্ত বিষয়গুলো বিবেচনাতে আলোচ্য বিধিমালাটি প্রণয়ন না করার জন্য সরকারের প্রতি এপিইউবি জোড় দাবি পুনরায় জানাচ্ছে।